১ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) উপাসনা কী?

- উপাসনা হলো শ্রদ্ধাপূর্ণ আনুগত্য (প্রকাশিত বাক্য ৪:১০-১১)।
- উপাসনা হলো সেবা (রোমীয় ১২:১)।
- উপাসনা হলো প্রশংসা (গীতসংহিতা)।
- উপাসনা হলো সহভাগিতা (প্রেরিত ২:৪২)।
- উপাসনা জীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে (যাকোব ১:২৬-২৭)।

(২) কেন উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ?

- উপাসনায় আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই (যিশাইয় ৬:১-৮)।
- উপাসনায় আমরা নিজেদেরকে দেখতে পাই এবং আমরা রূপান্তরি হই (যিশাইয় ৬:১-৮)।
- উপাসনায় আমরা আমাদের জগৎকে দেখতে পাই (যিশাইয় ৬:১-৮)।
- উপাসনায় ব্যর্থতা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে আলাদা করে দেয় (রোমীয় ১:১৮-২৫)।

(৩) উপাসনার লক্ষ্যসমূহ:

- উপাসনায় আমরা ঈশ্বরের সম্মুখীন হই।
- উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টীয় চরিত্র গঠন করি।
- উপাসনায় আমরা খ্রিষ্টীয় সমাজ গড়ে তুলি।

(৪) কোন উপাসনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য?

- গ্রহণযোগ্য উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি মনোযোগ করে (প্রকাশিত বাক্য ৪)।
- গ্রহণযোগ্য উপাসনা ঈশ্বরকে তাঁর যোগ্য গৌরব প্রদান করে (গীত ৯৬:৭-৮)।
- গ্রহণযোগ্য উপাসনা হলো আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা (যোহন ৪:২৩-২৪)।

২ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঈশ্বরের বিকৃত চিত্র বিকৃত উপাসনার দিকেই পরিচালিত করবে।

(২) উপাসনা অবশ্যই ঈশ্বরকেন্দ্রিক হতে হবে, তা যেন উপাসনা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতার গুণমানকেন্দ্রিক না হয়।

(৩) প্রকাশিত বাক্য স্বর্গীয় উপাসনার একটি ছবি প্রদান করে:

- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই সৃষ্টিকর্তার উপাসনা যিনি সার্বভৌম, পবিত্র, এবং শাশ্বত।
- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই মুক্তিদাতার উপাসনা।
- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই রাজার উপাসনা।
- স্বর্গীয় উপাসনা হলো সেই বিজয়ী বরের উপাসনা।

(৪) গীত ১৫ হলো একটি উপাসনা গীত যা উপাসনাকারীদের জন্য ঈশ্বরের চাহিদাগুলির সারসংক্ষেপ তুলে ধরে। একজন প্রকৃত উপাসনাকারী:

- ঈশ্বরীয় ভয় জানে।
- নম্রতায় উপাসনা করে।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহ উদযাপন করে।
- একটি ধার্মিক জীবন যাপন করে।
- সমাজের সাথে সঠিক সম্পর্কে জীবন যাপন করে।
- ঈশ্বরের সুরক্ষা এবং আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

৩ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) আমরা কীভাবে উপাসনা করি তা নিয়ে ঈশ্বর পরোয়া করেন:

- আমাদের উপাসনার ধরণ ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতার উপর প্রভাব ফেলে।
- আমাদের উপাসনার ধরণ দেখায় যে আমরা কেন উপাসনা করি।

(২) উপাসনা হলো একটি সম্পর্ক - ঈশ্বরের সাথে পথচলা।

- ঈশ্বর আদম ও হবার জন্য উপাসনার মাধ্যম জুগিয়েছিলেন।
- ঈশ্বর অব্রাহামের জন্য উপাসনা সম্ভব করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাকোবের জন্য উপাসনা সম্ভব করেছিল।
- যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে পথ চলি, তখন আমাদের জীবন রূপান্তরিত হয়।

(৩) আনুগত্যের মাধ্যমে উপাসনা শুরু হয়।

- উপাসনা কেবল আবেগ বা অনুভূতির চেয়েও বেশি কিছু।
- উপাসনা হল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি একটি সক্রিয় প্রতিক্রিয়া।
- ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরো গভীর করে।

(৪) উপাসনার মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান (পুরাতন নিয়মের বলিদান) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- বলিদানগুলি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতিনিধিত্ব করত। (রোমীয় ১২:১)
- ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে প্রকৃত উপাসনাকে সম্মানিত করেছেন। (২ বংশাবলি ৫)
- জনসমক্ষের আচার-অনুষ্ঠান অবশ্যই বাধ্য হৃদয় থেকে আসতে হবে।

(৫) উপাসনার মধ্যে প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত (গীত)।

- গীতসংহিতা পুস্তকটি দেখায় যে উপাসনার মধ্যে প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত।
- গীতসংহিতা পুস্তকটি দেখায় যে উপাসনার মধ্যে বিলাপ অন্তর্ভুক্ত।

(৬) উপাসনার মধ্যে ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত (ভাববাদী পুস্তকসমূহ)।

- উপাসনা প্রশংসার চেয়েও বেশি কিছু; এটি একইসাথে সত্যের ঘোষণাও। প্রচার করা হলো উপাসনা।
- ভাববাদীরা শিখিয়েছেন যে বাস্তবতাহীন আচার-অনুষ্ঠান উপাসনা নয়।
- ভাববাদীরা শিখিয়েছেন যে প্রকৃত উপাসনা আমাদের সর্বোত্তমটি দাবি করে।
- ভাববাদীরা শিখিয়েছেন যে প্রকৃত উপাসনা সমগ্র জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৪ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) সুসমাচার পুস্তকগুলিতে যিশু পিতার উপাসনা করেছেন এবং নিজে ঈশ্বর হিসেবে উপাসিত হন।

- যিশু উপাসনার জন্য একটি আদর্শ প্রদান করেছেন।
- যিশু ভ্রান্ত উপাসনার প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
- যিশু প্রার্থনার গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন।
- যিশু অনন্তকাল ধরে উপাসিত হবেন।

(২) প্রেরিত পুস্তকটি উপাসনা এবং সুসমাচার প্রচারের মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরে।

- প্রকৃত উপাসনা সুসমাচার প্রচারকে অনুপ্রাণিত করে।
- কার্যকর সুসমাচার প্রচার উপাসনাকারীদের সৃষ্টি করে।
- যে উপাসনা সুসমাচার প্রচারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে।

(৩) পত্রগুলি প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে দেখায়। প্রারম্ভিক মন্ডলীর উপাসনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

- শাস্ত্র পাঠ
- ঈশ্বরের বাক্য প্রচার
- সমবেত প্রার্থনা
- গান গাওয়া
- নৈবেদ্য বা দান
- বাপ্তিষ্ম
- প্রভুর ভোজ

(৪) প্রকাশিত বাক্য দেখায় যে উপাসনা হলো ঈশ্বরের সমাদর করা।

- উপাসনা উপাসনাকারীকে আশীর্বাদ করে, কিন্তু সেটি উপাসনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়।
- উপাসনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে সম্মানিত করা।
- স্বর্গীয় উপাসনা আমাদের দেখায় যে, আমরা যে জগতকে দেখি সেটি চূড়ান্ত বাস্তবতা নয়।

৫ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) প্রারম্ভিক মন্ডলীতে:

- উপাসনা ছিল অনানুষ্ঠানিক এবং নিবিড়।
- উপাসনা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছিল।
- উপাসনা জীবনের সামগ্রিক দিককে অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

(২) মধ্যযুগে উপাসনা:

- আত্মিকতার চেয়ে সৌন্দর্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- লোকেরা সভাগুলি বুঝতে পারত না।
- লোকেরা দর্শক ছিল, সক্রিয় উপাসক নয়।
- সুসমাচার আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

(৩) ধর্মসংস্কারের সময়ে:

- উপাসনা বিশ্বাসীর যাজকত্বকে প্রদর্শন করেছিল।
- উপাসনা সাধারণ মানুষের ভাষায় হতো।
- লুথার, কেলভিন, এবং পিউরিটানরা উপাসনায় রীতিনীতির ভূমিকা নিয়ে অসম্মত হয়েছিলেন।

(৪) সংস্কারসাধনের পরে মুক্ত মন্ডলীগুলিতে:

- প্রচার ছিল মূল কেন্দ্রবিন্দু।
- কংগ্রিগেশনের সম্মিলিত অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- সমস্ত উপাসনা সাধারণ মানুষের ভাষায় হতো।

(৫) প্রারম্ভিক মেথডিস্ট উপাসনা নিম্নলিখিতগুলির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল:

- প্রচারের উপর জোর দেওয়া
- ঘন ঘন প্রভুর ভোজের উপর জোর দেওয়া
- স্তোস্ত্র গাওয়ার উপর জোর দেওয়া
- ছোটো ছোটো দলের উপর জোর দেওয়া
- সম্মিলিত উপাসনার উপর জোর দেওয়া
- সুসমাচার প্রচারের উপর জোর দেওয়া

(৬) প্রারম্ভিক আমেরিকায় উপাসনা:

- ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্তি এবং সুসমাচার প্রচারের জন্য একটি উদ্যমকে তুলে ধরেছিল
- কিছু কিছু সময়ে মতবাদের অখণ্ডতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হতো

(৭) আজকের দিনে আমাদের উপাসনা ঈশ্বর সম্পর্কে আমদের বিশ্বাস এবং আমরা কীভাবে তাঁর সাথে সম্পর্কিত তা প্রতিফলিত করে।

৬ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) আমাদের উপাসনায় সঙ্গীত গুরুত্বপূর্ণ

- কারণ বাইবেলের উপাসনায় সঙ্গীতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
- কারণ এটি বিশ্বাসীর যাজকত্বের ঈশতাত্ত্বিক নীতিকে প্রকাশ করে।
- কারণ এটি মন্ডলীর ঐক্যের ঈশতাত্ত্বিক নীতিকে প্রকাশ করে।

(২) সঙ্গীত

- মনের সাথে কথা বলে, তাই আমরা আমরা যে বার্তাটি গাইছি তা অবশ্যই সত্য হতে হবে।
- হৃদয়ের সাথে কথা বলে এবং সমস্ত আবেগকে স্পর্শ করে।
- শরীরের সাথে কথা বলে এবং এটির কখনোই অপবিত্র আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়।
- ইচ্ছার সাথে কথা বলে এবং একটি প্রতিক্রিয়ার আহ্বান জানায়।
- সমগ্র ব্যক্তিসত্ত্বার সাথে কথা বলে। এটি যখন সত্য শেখায় তখন এটিকে মূল্যবান করে তোলে এবং যখন এটি বৈধর্ম্য শেখায় তখন বিপজ্জনক করে তোলে।

(৩) উপাসনার সঙ্গীতে যে শাস্ত্রীয় নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে:

- উপাসনার গানের কথাগুলির অবশ্যই সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে৷

- উপাসনার গানের ধরণ বা শৈলী বিবিধ হতে পারে। উপাসনা সঙ্গীতের ধরণ বা শৈলী ভিন্ন হতে পারে৷ পৌল গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মন্ডলী তার শুরুর সময় থেকেই বিভিন্ন ধরণের গান গেয়ে আসছে।

- প্রতিটি ধরণ প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নয়। আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই গানের ধরণটি কি ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে?"

(৪) সঙ্গীতকে তিন প্রকার শ্রোতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে হবে:

- সঙ্গীতকে ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষণা করতে হবে।
- সঙ্গীতকে মন্ডলীর কাছে সত্য ঘোষণা করতে হবে।
- সঙ্গীতকে জগতের কাছে সুসমাচার ঘোষণা করতে হবে।

(৫) মন্ডলীর সঙ্গীতে যে নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত:

- মন্ডলীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হলো কংগ্রিগেশনের সমবেত গান। মন্ডলীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত হলো মন্ডলীর সমবেত গান৷

- সঙ্গীতকে অবশ্যই বাক্যের পরিষেবা করতে হবে।

৭ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) আমাদের উপাসনার সকল অংশে শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করে আমরা শাস্ত্রকে উপাসনার প্রধান ভূমিকায় রাখতে পারি।

(২) যেহেতু শাস্ত্র হলো উপাসনার কেন্দ্র, তাই আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে এটি স্পষ্টভাবে, অভিব্যক্তি সহযোগে এবং বৈচিত্র্যের সাথে পড়া হচ্ছে, যা পাঠকে প্রাণবন্ত রাখবে।

(৩) যেহেতু প্রচার হলো উপাসনার অংশ, তাই:

- প্রচারের জন্য সতর্ক প্রস্তুতি প্রয়োজন।
- প্রচারে কংগ্রিগেশনের দিক থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।
- প্রচারে প্রচারকের তরফ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।
- প্রচারককে অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হতে হবে।

(৪) প্রার্থনাকে সমবেত প্রার্থনার একটি অর্থপূর্ণ অংশ করে তোলার কিছু ব্যবহারিক উপায়:

- আপনার ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবন গড়ে তুলুন।
- কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা শিখুন।
- শাস্ত্রের বাক্য সহকারে প্রার্থনা করুন।
- ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপনের উপর মনোযোগ দিন।
- আপনার অগ্রাধিকারগুলিকে ঈশ্বরের অগ্রাধিকারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন
- ঈশ্বরের সাথে কথা বলুন, কংগ্রিগেশনের সাথে নয়।

(৫) যেহেতু নৈবেদ্য দান উপাসনার অংশ, তাই:

- উপাসনামূলক নৈবেদ্য অনুগ্রহ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ভয় দ্বারা নয়।
- উপাসনামূলক নৈবেদ্য প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, পুরস্কার দ্বারা নয়।
- উপাসনামূলক নৈবেদ্য উদার হয়, তা কৃপণ নয়।
- উপাসনামূলক নৈবেদ্য নম্রতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, অহংকার দ্বারা নয়।
- আমরা যেভাবে নৈবেদ্য সংগ্রহ করি সেটির উপাসনার মনোভাব তৈরিতে অবদান রাখা উচিত।

(৬) প্রভুর ভোজ

- খ্রিষ্টের মৃত্যুর দিকে ফিরে তাকাই।
- খ্রিষ্টের পুনরাগমনের অপেক্ষা করে।
- যোগ্য উপায়ে পালন করা উচিত।
- ভাবগম্ভীর এবং আনন্দপূর্ণ পদ্ধতিতে পালন করতে হবে।
- এমন পদ্ধতিতে পালন করতে হবে যা মন্ডলীর একতাকে প্রতিফলিত করে।

৮ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) কীভাবে আমরা একটি উপাসনা সভার জন্য প্রস্তুতি নিই?

- উপাসনার সভার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় উপাসনা নেতার ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে।
- পরিকল্পনার জন্য একটি বিন্যাস উপাসনা সভার জন্য পরিকাঠামো প্রদানে সাহায্য করে।
- উপাসনা সভার জন্য একটি থিম একটি কেন্দ্রীয় বার্তাকে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।
- ভারসাম্য নিশ্চিত করে যে আমাদের উপাসনা সমগ্র মন্ডলীর কাছে সমগ্র সুসমাচারকে তুলে ধরছে।
    - ভারসাম্যপূর্ণ উপাসনা ঈশ্বরের মহিমা এবং আমাদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি উভয়ই প্রদর্শন করে।
    - ভারসাম্যযুক্ত উপাসনা একইসাথে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত।
    - ভারসাম্যযুক্ত উপাসনায় পরিচিত এবং নতুন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।
- উপাসনার পরিকল্পনায় পুরো মন্ডলীর নেতৃত্বদানকারী দলকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- উপাসনার জন্য পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।
- আমরা কোনোরকম চাপ ছাড়াই পরিকল্পনা করতে পারি, কারণ উপাসনার আমাদের বিষয়ে নয়; এটির বিষয় হলেন স্বয়ং ঈশ্বর।

(২) একটি উপাসনা সভা পরিচালনায় কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

- উপাসনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রোতা হলেন ঈশ্বর।
- কংগ্রিগেশন, উপাসনার লিডাররা, এবং ঈশ্বর – সকলেই উপাসনা সভায় পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। লিডারেরা শ্রোতাদের জন্য উপাসনা পরিচালনা করে না।
- উপাসনার লিডারকে অবশ্যই উপাসনা করতে হবে। সে উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দেয়।
- উপাসনার লিডারকে উৎসাহদানকারী হতে হবে, এমন ব্যক্তি নয় যে দোষ দিতে থাকে।
- উপাসনার লিডারকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে, সে কৌশল অবলম্বন নয়।
- ঘোষণাগুলি যতটা সম্ভব কম বিঘ্নকারী উপায়ে পরিচালনা করা উচিত।
- উপাসনার পরিকল্পনা করার পর, আমাদের ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত যে তিনি যেভাবে আসতে চান, সেভাবে আমাদের সভায় প্রবেশ করবেন।

৯ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) উপাসনা এবং সংস্কৃতি

- উপাসনার ধরণ মূল্যায়ন করার সময়ে, আমাদের সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।
- যখন আমাদের সংস্কৃতি শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, তখন সংস্কৃতির প্রত্যাশার পরিবর্তে আমাদেরকে শাস্ত্রের আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
- বিশ্বের কাছে সুসমাচার পৌঁছানোর জন্য, আমাদের প্রশ্ন করা উচিত যে আমাদের উপাসনা কীভাবে আমাদের সংস্কৃতির সাথে সবচেয়ে কার্যকরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

(২) তিনটি প্রশ্ন আমাদেরকে স্থানীয় মন্ডলীর উপাসনা এবং পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

- ***এখানে কারা আছে?*** এই প্রশ্নটি কংগ্রিগেশনের দিকে তাকায় যারা মন্ডলীর অংশ।
- ***এখানে কারা ছিল?*** এই প্রশ্নটি মন্ডলীর ঐতিহ্যের দিকে তাকায়।
- ***এখানে কাদের থাকা উচিত?*** এই প্রশ্নটি আমাদের যে সমাজের কাছে পৌঁছানোর আহ্বান জানানো হয়েছে তাদের দিকে তাকায়।

(৩) যেহেতু সঙ্গীত আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু, তাই মন্ডলীগুলিকে এমন গান বেছে নিতে হবে যা একইসাথে বাইবেলের প্রতি বিশ্বস্ত এবং সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল।

(৪) যদি হাততালি দেওয়া উপাসনার অংশ হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "এই গানটির জন্য এবং আমাদের উপাসনার এই পর্যায়ে কি হাততালি দেওয়া উপযুক্ত?"

(৫) যদি কোনো বিশেষ গানের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে হাততালি দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, "আমার হাততালি কি ঈশ্বরের প্রশংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত, নাকি একজন শিল্পীর প্রশংসা দ্বারা অনুপ্রাণিত?"

(৬) যদি আমরা প্রাপ্তবয়স্কদের সভায় শিশুদের এবং তরুণ-তরুণীদের রাখি, তাহলে আমাদেরকে এমন উপাসনার পরিকল্পনা করতে হবে যা সব ধরণের বয়সের জন্যই উপযুক্ত।

(৭) যদি আমরা শিশু এবং তরুণ-তরুণীদের জন্য আলাদা সভার ব্যবস্থা রাখি, তাহলে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে সেই সভাগুলি উপাসনার জন্য, তা বিনোদনের জন্য নয়।

(৮) আমাদের উপাসনায় আবেগকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াও উচিত নয়, আবার অস্বীকার করাও উচিত নয়।

১০ নং পাঠের পর্যালোচনা

(১) সম্মিলিত উপাসনা রবিবারে হয়; উপাসনার জীবনধারা দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশিত হয়। বাইবেলভিত্তিক উপাসনার জন্য উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

(২) প্রকৃত উপাসনা আমাদের আসল মূল্যবোধকে প্রকাশ করে।

(৩) প্রকৃত উপাসনা আমাদের মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে।

(৪) উপাসনার জীবনধারা মানে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবন যাপন করা। এর অর্থ হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বর কেন্দ্রস্থলে থাকবেন।

(৫) উপাসনার জীবনধারার একটি বাইবেলভিত্তিক মডেল রোমীয় ১২:২ পদে দেখা যায়। এটির মধ্যে রয়েছে

- নেতিবাচক দিক: "তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না।"
- ইতিবাচক দিক: "কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও।"